৮/৭/২০০১

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১-১৬. কলাম... ৩......

দৈনিক ইত্তেফাক

প্রয়োজনে বোর্ড গ্রেডিং পদ্ধতি সংশোধন করিবে

- লেটার গ্রেড নয় গ্রেড পয়েন্ট হইল আসল
- গ্রেডিং-এর আন্তর্জাতিক মান জানা নাই

রেজানুর রহমান ॥ শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তারাও স্বীকার করিলেন, শিক্ষকদের একটি বিরাট অংশ গ্রেডিং পদ্ধতি সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান লাভ করেন নাই। ইচ্ছায় হউক অথবা অনিচ্ছায় ... গিয়াছেন। কর্মকর্তারা বলিয়াছেন, অত্যন্ত সতকর্তার সহিত গ্রেডিং পদ্ধতিতে এসএসসির ফল প্রকাশ করা হইয়াছে। বিভিন্ন মহল ইতিমধ্যে গ্রেডিং পদ্ধতির ফলাফলকে স্বাগত জানাইয়াছে। এইক্ষেত্রে

(১য় পৃষ্ঠায় ৭-এর কঃ দঃ)

প্রয়োজনে গ্রেডিং পদ্ধতি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

আমরা আরও সতর্ক হওয়ার চেষ্টা করিতেছি। যেহেতু পরীক্ষার এই নূতন পদ্ধতি দেশে প্রথমবারের মত শুরু করা হইয়াছে সেইহেতু সামান্য ভুল-ত্রুটি থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। আমরা সার্বিক দিক গুরুত্বের সহিত তলাইয়া দেখিতেছি। প্রয়োজনে গ্রেডিং পদ্ধতির বিভিন্ন দিক সংশোধন অথবা পরিবর্তনের কথাও ভাবা হইবে। গতকাল শনিবার ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের সভাকক্ষে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মোঃ আলী আসগর, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর আবু বকর সিদ্দিক, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান ডঃ তপন কান্তি চৌধুরী এ কথা বলিয়াছেন। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান এটিএম শরীফ উল্লাহ, ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক আব্দুল হামিদ, সচিব মোঃ মোখলেছুর রহমান, কম্পিউটার কেন্দ্রের কর্মকর্তাবৃন্দ সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

লেটার গ্রেড নয় গ্রেড পয়েন্ট হইল মূল বিষয়

সাংবাদিক সম্মেলনে বোর্ডের কর্মকর্তারা বলেন, গ্রেডিং পদ্ধতিতে লেটার গ্রেডের চাইতে গ্রেড পয়েন্ট হইল মূল বিষয়। একজন পরীক্ষার্থী কতটা এ অথবা বি পাইয়াছে ইহা না দেখিয়া তাহার গ্রেড পয়েন্ট অর্থাৎ জিপিএ দেখা উচিত।

সাংবাদিক সম্মেলনে গ্রেডিং পদ্ধতিতে ফলাফল বুঝাইতে না পারার ক্ষেত্রে শিক্ষক প্রসঙ্গ তুলিয়া বলা হয়, গ্রেডিং পদ্ধতি সম্পর্কে ঢাকায় শিক্ষকদের ডাকিয়া আনিয়া একাধিকবার ওয়ার্কশপ করা হইয়াছে। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গ্রেডিং পদ্ধতি সম্পর্কিত প্রজ্ঞাপন, নিয়মাবলী পাঠান হইয়াছে। ইহার পরও অনেক শিক্ষক আন্তরিকতা প্রকাশ করেন নাই। ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় বিষয়টি এড়াউয়া চলিয়াছেন। ইহার ফলে দেখা দিয়াছে বিভ্রান্তি। ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষকদের নিকট হইতে অনেক ক্ষেত্রে সদুত্তর পাইতেছে না। এক প্রশ্নের জবাবে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান বলেন, গ্রেডিং পদ্ধতি সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সকল বোর্ডে স্থানীয় পর্যায়ে সাংবাদিক সম্মেলন, মতবিনিময়ের উদ্যোগ নেওয়া হইয়াছে। প্রয়োজনে টিভি মাধ্যমে বিশেষ অনুষ্ঠান অথবা ফিলার প্রচারের উদ্যোগ নেওয়া হইবে।

গ্রেডিং-এর আন্তর্জাতিক মান কত?

গ্রেডিং পদ্ধতির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মান কত? এই ব্যাপারে সাংবাদিক সম্মেলনে বোর্ড কর্মকর্তারা সঠিক জবাব দিতে পারেন নাই। তবে ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান বলেন, আমরা দেশের উপযোগী গ্রেডিং পদ্ধতি চালু করিয়াছি। প্রয়োজনে ইহার সংশোধন, পরিবর্তন, পরিমার্জন করা হইবে।

গ্রেডিং পদ্ধতিতে দেশে প্রথমবারের মত এসএসসির ফলাফল প্রকাশ করা হইয়াছে। ফল প্রকাশের পূর্বে বিষয়টি সম্পর্কে সংবাদপত্রসহ বিভিন্ন মহলকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ অথবা ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য ঢাকা বোর্ডকে পরামর্শ দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু বোর্ড কর্তৃপক্ষ এই পরামর্শকে মোটেই গুরুত্ব দেয় নাই। গতকাল সাংবাদিক সম্মেলনে এই ব্যাপারে প্রশ্ন করা হইলে কোন সদুত্তর পাওয়া যায় নাই।

ফল বিপর্যয় হইয়াছে ইহা মানিতে কর্তৃপক্ষ নারাজ

এসএসসি পরীক্ষায় ফল বিপর্যয় ঘটিয়াছে- ইহা মানিতে নারাজ বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ড। গতকাল ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের সভাকক্ষে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য পুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান সকল শিক্ষা বোর্ডের পক্ষে বলিয়াছেন, এসএসসি পরীক্ষায় মোটেই ফল বিপর্যয় হয় নাই। তাঁহার মতে, পরীক্ষা পাস করিয়াছে ৩৫ দশমিক ২২ ভা[গ] পরীক্ষার্থী। এক বিষয়ে ফেল করিয়া[ছে] ২০.০৮ ভাগ পরীক্ষার্থী। তাহারা কলে[জে] ... গ্রহণ করিতে পারিবে

থাকিয়াছে। একমাত্র রাজশাহী বোর্ডে প্রায় ৪২ হাজার পরীক্ষার্থী শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা দেয় নাই। জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে এইবার প্রথমবারের মত এসএসসি এবং দাখিল স্তরের পাবলিক পরীক্ষার ফল লেটার গ্রেডিং পদ্ধতিতে প্রকাশ করায় একটি মাত্র নম্বরের ভিত্তিতে ছাত্র-ছাত্রীদের মূল্যায়নের পরিবর্তে পূর্ণাঙ্গ ট্রান্সক্রিপ্ট-এ বর্ণিত প্রত্যেক বিষয়ে প্রাপ্ত আলাদা আলাদা গ্রেড পয়েন্ট-এর ভিত্তিতে ছাত্র-ছাত্রীদের মূল্যায়নের সুযোগ সৃষ্টি হইবে। স্টার মার্ক, লেটার মার্ক এবং মেধা তালিকায় স্থান করিয়া নেওয়ার লক্ষ্যে অধিক নম্বর পাওয়ার অশুভ প্রতিযোগিতা হ্রাস পাইবে। ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ জ্ঞানার্জনে অধিক আগ্রহী হইবে।

অসুস্থতা বা কোন দুর্ঘটনার কারণে কোন একটি বিষয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতে না পারিলে অথবা এফ গ্রেড পাইলে পরীক্ষার্থীর অন্যান্য বিষয়ের ভাল ফলাফলের ভিত্তিতে উচ্চতর শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাইবে। চারটি পর্যন্ত বিষয়ের পরীক্ষার ফল খারাপ হইলেও অর্থাৎ এফ গ্রেড পাইলেও পরীক্ষার্থী তাহার পরীক্ষার ফল অক্ষুণ্ন রাখিয়া পরবর্তী বৎসরে শুধু ফেল করা বিষয়সমূহে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাইবে। ইহার ফলে অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীর হার অনেকাংশে হ্রাস পাইবে এবং বিপুলসংখ্যক ছাত্র একই বিষয়ে বার বার পরীক্ষায় অংশগ্রহণের ব্যয় থেকে রেহাই পাইবে। তদুপরি পরবর্তী বৎসরে শুধু ফেল করা বিষয়ে পরীক্ষা দেবার সুযোগ পাইবে বলিয়া পরীক্ষার্থীদের মধ্যে অসদুপায় অবলম্বনের প্রবণতা হ্রাস পাইবে।

গ্রেডিং পদ্ধতির ব্যাখ্যা সম্পর্কে

গ্রেডিং পদ্ধতি সম্পর্কে ৯টি শিক্ষা বোর্ডের পক্ষ হইতে গত শুক্রবার যে ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছিল উহাতেও ত্রুটি ধরা পড়িয়াছে। ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছিল, "ধরা যাক, একজন পরীক্ষার্থী ৮টি বিষয়ে পরীক্ষা দিয়াছে। সে ২টি বিষয়ে A^+ (৫×২=১০) অপর ২টি বিষয়ে A (৪×২=৮) এবং অবশিষ্ট ৪টি বিষয়ে B (৩×৪=১২) পাইয়াছে। অর্থাৎ তাহার ৮টি বিষয়ে সর্বমোট প্রাপ্ত গ্রেড পয়েন্ট (১০+৮+১২)=৩০ এবং সর্বমোট গ্রেড পয়েন্টের গড় হইল ৩০÷৮=৩.২৪।" কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গড় হইবে ৩.৭৫। উল্লেখ্য, গতকাল ইত্তেফাকে প্রকাশিত রিপোর্টে অনবধানতাবশতঃ ভাগের স্থলে বি[য়োগ] চি[হ্ন] ছাপা হইয়াছে।